যেভাবে গড়ে উঠেছিল ইসলামের প্রথম বিদ্যালয়

হিজরতের আগে মদিনা ছিল ইসলামের জন্য এক উর্বর ভূমি। সেখানে ঈমানের বীজ বপন করা হয়েছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে। ইসলামের ইতিহাসে এই অধ্যায় শুধু একটি শহরের পরিবর্তনের গল্প নয়; বরং এটি একটি আদর্শ সমাজ গঠনের সূচনার ইতিহাস।

নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে মদিনার আউস ও খাজরাজ গোত্রের কিছু মানুষ ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মহানবী ﷺ-এর কাছে আবেদন জানান যে, তাঁদের মাঝে এমন একজন শিক্ষক পাঠানো হোক যিনি কোরআন শিক্ষা দেবেন এবং ইসলামের মৌলিক বিধান বুঝিয়ে দেবেন।

মদিনাবাসীর এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রাসুলুল্লাহ ﷺ তরুণ, মেধাবী ও প্রখর বাগ্মী সাহাবি হজরত মুসআব ইবনে উমাইর (রা.)-কে মদিনায় পাঠান। তিনি সেখানে যে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন, সেটিকেই ইসলামের ইতিহাসে প্রথম শিক্ষানিকেতন বা প্রথম মাদ্রাসা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মুসআব (রা.)-এর আন্তরিক প্রচেষ্টায় খুব দ্রুতই মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের আলো পৌঁছে যায়। তাঁর দাওয়াত ও শিক্ষার ফলেই পরের বছর হজের মৌসুমে মদিনা থেকে ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন নারী মক্কায় এসে মহানবী ﷺ-এর হাতে ঐতিহাসিক 'দ্বিতীয় আকাবা বায়আত'-এ অংশগ্রহণ করেন।

সেই গভীর রাতে আকাবার নির্জন প্রান্তরে তাঁরা মহানবী ﷺ-এর কাছে অঙ্গীকার করেন যে, তাঁকে নিজেদের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের বিনিময়ে হলেও রক্ষা করবেন। বিনিময়ে যখন তাঁরা জানতে চাইলেন, "এই অঙ্গীকার পূরণ করলে আমরা কী পাব?" তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন—

"আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত।"

এই একটি বাক্য তাঁদের হৃদয়ে এমন গভীর প্রভাব ফেলেছিল যে, তাঁরা দুনিয়ার সব স্বার্থ ত্যাগ করে ইসলামের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যান।

বায়আতের পর মহানবী ﷺ অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়ে মদিনার প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে ১২ জন নাকিব (প্রতিনিধি) নির্বাচন করেন। তাঁদের দায়িত্ব ছিল মদিনায় ইসলামের শিক্ষা, দাওয়াত ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

এভাবেই মদিনায় গড়ে ওঠে ইসলামের প্রথম বিদ্যালয়—যেখানে শুধু কোরআন শিক্ষা নয়, বরং চরিত্র গঠন, ঈমানের দৃঢ়তা, নেতৃত্বের বিকাশ এবং একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচিত হয়েছিল।

আজও ইসলামের ইতিহাসে মুসআব ইবনে উমাইর (রা.)-এর সেই শিক্ষাকেন্দ্রকে মানবজাতির অন্যতম সফল শিক্ষা ও দাওয়াতি আন্দোলনের সূচনা হিসেবে স্মরণ করা হয়।

https://www.facebook.com/share/p/1BN3VpJsNi/